ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে দফায় দফায় ছাত্রলীগ-ছাত্রদল সংঘর্ষের ঘটনায় অজ্ঞাতানামা ৪০০ জনকে আসামি করে শাহবাগ থানায় মামলা করেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন।

বুধবার সন্ধ্যায় নিজ কার্যালয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে কর্মরত গণমাধ্যম কর্মীদের বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানী।

তিনি বলেন, পুলিশ তাদের তদন্তের ভিত্তিতে আইনি ব্যবস্থা নেবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো শিক্ষার্থী জড়িত রয়েছে তা প্রমাণিত হলে তাদের আইনের আওতায় আনা হবে, বিচার করা হবে তাদের।

মামলার এজাহারে বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটের ৩৫ জন শিক্ষক প্রতিনিধি নির্বাচন হচ্ছিল। এ সময় একদল দুষ্কৃতকারী লাঠি, রড ও নানা দেশি অস্ত্র নিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজের বহির্বিভাগের সামনে এক জোট হয়ে নির্বাচন বানচাল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের চলমান শিক্ষার স্বাভাবিক পরিবেশ বিঘ্নিত করতে অপতৎপরতা শুরু করে। বিষয়টি আইন প্রয়োগকারী সংস্থাকে জানালে, আইনশৃঙ্খলা বাহিনী সেখান থেকে তাদের ছত্রভঙ্গ করে দেয়।

মামলার এজাহারে আরও বলা হয়, গত ২৪ মে বেলা সাড়ে ১১টার দিকে পুনরায় শিক্ষা ভবনের সামনের দিক থেকে ৩০০-৪০০ জন দুষ্কৃতকারী কার্জন হলের গেট দিয়ে জোরপূর্বক প্রবেশের চেষ্টা করে। এ সময় গেটের নিরাপত্তা প্রহরী কামাল হোসেন তাদের বাধা দেওয়ার চেষ্টা করলে তাঁর মাথায় লাঠি ও রড দিয়ে আঘাত করতে গেলে তিনি হাত দিয়ে তা ঠেকানোর চেষ্টা করেন। এতে তার হাত জখম হয়। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের আনা-নেওয়ার কাজসহ ও নিয়মিত সেবা প্রদান করা দুটি বিআরটিসি বাস ভাঙচুর করে জাতীয় সম্পদের বিনষ্ট করা হয়।

মামলার বিষয়ে শাহবাগ থানার ওসি মওদূত হাওলাদার বলেন, মঙ্গলবার রাতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন বিশ্ববিদ্যালয়ের নিরাপত্তা নষ্ট করা, সরকারি কাজে বাধা দান, নিরাপত্তা কর্মীদের মারধর, বাস ভাঙচুর করার অভিযোগে অজ্ঞাতনামায় তিনশ থেকে চারশ জনকে আসামি করে ঢাবি কর্তৃপক্ষ একটি মামলা দায়ের করেছে।

এ ঘটনায় পুলিশ দুজনকে আটক করে আদালতে পাঠিয়েছে।

ঢাবি প্রক্টর অধ্যাপক ড. এ কে এম গোলাম রব্বানী বলেন, গতকাল (মঙ্গলবার) বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি নিয়মতান্ত্রিক শান্তিপূর্ণ নির্বাচন (সিনেট নির্বাচন) চলছিল। এমন একটি দিনে বিশ্ববিদ্যালয়কে অস্থিতিশীল করার ঘটনা অপ্রত্যাশিত। গতকাল বিশ্ববিদ্যালয়ে অনেকগুলো অপরাধ সংগঠিত হয়েছে। ঘটনায় তাৎক্ষণিকভাবে আইন-শৃঙ্খলা বাহিনী ও প্রক্টরিয়াল টিমকে তথ্য সংগ্রহে পাঠানো হয়।

তিনি আরও বলেন, আমি খবর পেলাম ৩০০ থেকে ৪০০ জন হাইকোর্ট ও ঢামেকের সামনে দেশি অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে ক্যাম্পাসের দিকে এসে আক্রমণ করেছে। ঘটনার পরে আমি নিজে গিয়ে ইটপাটকেল দেখেছি এবং তথ্য পেয়েছি।